প্রথম আলো

তারিখ ... 06 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ১ ...

শিশু শিক্ষার্থীদের মারধর

শিক্ষক ও অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে

উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা এবং সরকারি পরিপত্র জারি সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ঘটনা ঘটছে। ২০১১ স্যালে শিশু সংগঠন চাইল্ড পার্লামেন্ট পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থীই শিক্ষকদের হাতে শাস্তি পেয়েছে। ২০১০ সালে এই হার ছিল ৬৯ শতাংশ। ৬৪ জেলার ৬৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ২৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই জরিপ চালানো হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে পরিস্থিতির ইতরবিশেষ হয়েছে, তা বলা যাবে না। পত্রিকা খুললে প্রায়ই আরও অনেক অঘটনের সঙ্গে শিক্ষকের হাতে শিক্ষার্থীর শাস্তির খবর দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শাস্তি মারাত্মক রূপ নেয়।

ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলের মধ্যে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। গত রোববার গণসাক্ষরতা অভিযান, সেভ দ্য চিলড্রেন ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) পক্ষ থেকে সেই উদ্বেগের কথাই জানানো হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানকে। সংগঠন তিনটি 'শিশুদের ওপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ' শীর্ষক আলোচনা সভার সুপারিশও তাঁর কাছে হস্তান্তর করে। জবাবে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি বন্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া, পুরোনো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন শিক্ষকদের আচরণ বিধিমালা মানতে বাধ্য করার কথা বলেছেন।

তবে আমরা মনে করি, প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ের সামনে পরিপত্র টাঙিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। পাঠদান পদ্ধতির পাশাপাশি শিক্ষকদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। শাস্তি, ধমক বা ভয়ভীতি না দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠ আদায় করতে হবে আদর দিয়ে। তারপরও শিক্ষার্থী পড়াশোনায় মনোযোগী না হলে অভিভাবকের সহায়তা চাইতে হবে। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কিংবা মহান শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়—এমন কিছু তাঁরা করবেন না আশা করি। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রশাসন ও অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।